পরিহাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥পরিহাস॥

অনেক বছর ব্যবধানে মানবজীবনে যে নাটক অভিনীত হয়, সে সূক্ষ্ম আবেদনের সৃষ্টি করে, এ গল্পটি তারই গল্প।

রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা যান, ১২৬৫ সালে, তখন তাঁর সম্পত্তি বেশ ভালই ছিল কুড়ুলগাছিতে। রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-পুত্র ছিল না। তিনি তাঁর সম্পত্তি ছোট ভাই রামগতিকে দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইকে ডেকে বললেন—কিছু মনে করিস নে রামা—অনেক মামলা করেছি তোর সঙ্গে বিষয় নিয়ে। সব তো রেখে যেতে হল। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না। এখন সব বুঝতে পেরেছি ভাই, কিছুই কিছু না। নকলের জন্যে আসল হারিয়ে বসে আছি। একটা কথা বলি শোন্। উঠোনের ঐ জবাতলায় আমার শ-পাঁচেক টাকা পোঁতা আছে। তুলে নিস্—

রামগতির সঙ্গে দাদার মুখ-দেখাদেখি ছিল না বহুদিন থেকে। কেউ কারো বাড়িতে যেতো না, যদিও পাশাপাশি বাড়ি।

রামগতি কেঁদে ফেলে বললেন—দাদা, তুমি কি বলচো, আমি যশাইকাটি থেকে নীলমণি কবিরাজকে কাল সকালেই নিয়ে আসবো। কোনো ভয় নেই দাদা, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

BANGLADARSHAN.COM

রামতারক ম্লান হেসে বললেন—এদিকে আয়, আশীর্বাদ করি—

নীলমণি কবিরাজকে আর আনতে হয় নি। শেষরাত্রের টাল আর সামলে ওঠেনি বৃদ্ধ রামতারক।

দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তি রামগতি পল্লীগ্রামের হিসেবে ভালভাবেই করলেন। লোকে তাঁকে ভালই বললে। এতদিন দাদা মামলা-মোকদ্দমা করে ছোট ভাইকে নাস্তানাবুদ করেছিল। অনেক ফাঁকি দিয়েছিল বুড়ো। রামগতি ভাল প্রতিশোধই নিয়েচে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পরে একদিন রামগতি তাঁর চাকর হারাধনকে ডেকে বললেন—হারাধন, একটা কোদাল নিয়ে চল্ তো আমার সঙ্গে দাদার বাড়ি।

—কেন গো ছোটাবাবু? কি হবে কোদাল?

—চল্ না বলচি।

দাদার বাড়ির উঠোনে পৌঁছে হারাধনকে বললেন—এই জবাগাছের তলায় খোঁড় দিকি ভালো করে।

—কেন?

–দাদা বলে গিয়েছিল, টাকা পোঁতা আছে ওর তলায়।

–তুমিও যেমন পাগল। টাকা পুঁতে রেখে গিয়েচে তোমার জন্যি?

–তুই খোঁড় দিকি ভাল করে। বকিস্ নে।

হারাধন এ সংসারের বিশ্বাসী পুরনো চাকর। অনেকদিন থেকে রামগতির কাছে আছে। মনিবের ওপর অনেক সময় সে হুকুম চালায়। ভালমানুষ রামগতি হাসিমুখে সহ্য করে।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়া হল, কিছুই পাওয়া গেল না। রামগতি বললেন–উত্তর দিকে খোঁড় দিকি–

আবার খানিক পরে বললেন–পেলি নে? আচ্ছা, দক্ষিণ দিকে খোঁড়–

ছ'ঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ির পরেও কিছু পাওয়া গেল না। রামগতি এই টাকার ওপর নির্ভর করে দাদার শ্রাদ্ধে কিছু বেশী খরচ করে ফেলেছিলেন। হারাধন বললে–তখুনি বললাম ছোটবাবু, ওঃ–বড়বাবুর আর খেয়ে দেয়ে কাম নেই–আপনার জন্যি ট্যাকা পুঁতে রেখে যাবে।

–তাই তো! বললে দাদা মৃত্যুর কিছু আগে?

–অমন বলে। রোগের সময় কে কি বলে তাই কি আর দেখতি গেলি চলে?

BANGLADARSHAN.COM

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামগতির মৃত্যু হল। রামগতির একমাত্র শিশুপুত্রের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

রামগতির বিধবা পত্নী ছেলেটিকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় তার বাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় প্রতিবেশীদের বাড়ি বাসন-কোসন, পিঁড়ি, খাট, বালতি রেখে চলে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় রামগতির স্ত্রীর বাপের বাড়িতে শুধু তার এক ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভাইটি মূর্খ এবং গুলিখোর। অবস্থা ভালো নয়। অতিকষ্টে সংসার চলে।

গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াতেই রামগতির স্ত্রীর ভাজ উঁকি মেরে বললে–কে গা? ওমা, এ যে ঠাকুরঝি! আহা, এসো এসো–এ বুঝি খোকন? এসো বাবা–

রামগতির স্ত্রীর চোখে জল এল। সে যে সংসারে বধূরূপে ঢুকেছিল সেখানকার অবস্থা এদের চেয়ে সচ্ছল, অনেক ভাল। রামগতির অংশে ত্রিশ বিঘে জমি ছিল প্রজাবিলি। কিছু খাজনা এবং কিছু ধান পাওয়া যেতো। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাও ছিল অনেক ভাল।

কিন্তু রামগতির স্ত্রী শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে থাকতে সাহস করে নি বলেই দাদার আশ্রয়ে এসে পড়লো। গোড়া থেকেই সে ভুল করেছিল।

গুলিখোর দাদার ঘরে সবদিন চাল থাকে না। মামীমা রামগতির ছেলে সতুকে বলে–তোর মামার কাছে গিয়ে বল্, ঘরে চাল নেই–নইলে খাওয়া হবে না–

সতু গুলির আড্ডার দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলতো–ও মামা?

কেউ কথা বলে না। আড্ডার রকম দেখে সতুর মুখ দিয়েও কথা বেরুতে চাইতো না। সেখানে দেওয়ালে হেলান দিয়ে, সারি সারি লোক বসে আছে–মুখে তাদের লম্বা প্যাঁকাটির নল, কলসীর কানাভাঙার ওপর বসানো থেলো হু'কোর সঙ্গে সেই নল লাগানো। কারো বিশেষ হুঁশ নেই। চোখ বোজানো অবস্থায় গল্প চলচে ওদের মধ্যে–সতু বুঝতে পারতো না সে সব গল্পের মানে। তখন তার বয়স আট ন'বছর হবে।

মামাকে আবার ডাকতো–ও মামা?

মামা আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে বল্তো–কে রে?

–আমি সতু। মামীমা পাঠিয়ে দিলে। ঘরে মোটে চাল নেই।

–চাল নেই? আচ্ছা বোস্। এমন চাল খাওয়াবো তোর মামীকে বুঝতে পারবে চাল কাকে বলে।

আবার আধ ঘণ্টা। মামার সাড়াসংজ্ঞা নেই। বেলা হয়ে যাচ্ছে, মামী ভাত চড়াবে কখন? তারও খিদেতে পেট জ্বলচে। সে আবার ডাক দিলে–ও মামা?

BANGLADARSHAN.COM

–কে রে?

–আমি সতু। চালের পয়সা দাও মামা। ঘরে চাল নেই কিচ্ছু।

–দাঁড়া। হাতী বিক্রি করি আগে। হাতীটা বিক্রি করেই তোকে চাল তো চাল–

ঘরের মধ্যে ও-কোণ থেকে কে একজন টেনে টেনে বললে–হাতী কেন দাদা, আমবাগানটা বিক্রি করে দ্যাও না–

আর কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সতু ডাকলে–ও মামা?

–কি রে?

–চালের পয়সা দাও–

মামা ট্যাঁক থেকে দু আনা পয়সা বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে–যা আর নেই। ওই দিয়ে চালাতে বল্গে যে করে হোক্–

এই রকম ছিল মামারবাড়ির সংসার।

মামী খুব ভাল লোক ছিলেন না। ভাত দুটো দিতেন বটে, কিন্তু হাজার মুখনাড়া দিয়ে আর হাড়ভাঙা খাটিয়ে নিয়ে।

সতুর মা ইতিমধ্যে একবার কুড়ুলগাছিতে গিয়ে দেখেন তাঁদের জমিজমা অপরে দিব্যি দখল করে ভোগ করচে। তাঁর হয়ে কথা বলে এমন লোক পাওয়া গেল না। মামলা করা একা মেয়েমানুষের কর্ম নয়। দেখে শুনে তিনি আবার বাপের বাড়ি চলে এলেন। সতু গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে দু' ক্রোশ পরবর্তী চুয়াডাঙ্গার হাইস্কুলে ভর্তি হল। কয়েক বছর অতি কষ্টে পড়াশুনো করে সে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করলে। তার বয়েস তখন আঠারো বছর। এই সময় সতুর মা পরলোকগমন করলেন। সতুর মামীমা ওকে বললেন—এইবার একটা চাকরি-টাক্‌রি দেখে নাও বাবা। সংসার আর চলে না। তোমার মামাও বুড়ো হয়েচেন। আর তাঁর ক্ষমতা নেই চালাবার।

মামাতো ভাই দুটি ছিল অজমূর্খ, বর্ণজ্ঞান তাদের হয় নি। পরের গাছের আম কাঁঠাল চুরি, মাছ ধরা, এই ছিল তাদের কাজ। সতুর চেয়ে বয়সেও ওরা ছোট ছিল; সুতরাং সতুর ওপর পড়লো গোটা সংসারের দায়িত্ব।

একদিন ওর মামীমা বললেন—সতু, একবার যা কুড়ুলগাছিতে। ঠাকুরজামাইয়ের অনেক সম্পত্তি ছিল, ঠাকুরঝি অনেক বাসন-কোসন পরের বাড়ি রেখে এসেছিল শুনতাম। দেখে আয় দিকি বাবা—

BANGLADARSHAN.COM

সতুর মাও মরবার সময় এ কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—অমুক অমুকের বাড়ি বাসন আছে। রূপোর খাড়ু আছে। দাদার তো এই সংসার, কখনো আনতে ভরসা পাই নি। উড়ে যেত এতদিন। তারা খুব বিশ্বাসী। আমার নাম করে জিনিসগুলো ফেরত নিবি তাদের কাছ থেকে বৌমাকে তো দেখতে পেলাম না, বৌমাকে দিয়ে বলবি, আমি দিইচি তাকে।

অনেক দিন পরে সতু এল কুড়ুলগাছিতে। পাঁচ বছর বয়সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, সে কথা কিছুই মনে নেই। বাবার কথা মনে পড়ে ওর চোখে জল এল। হারানো শৈশবের কত আবছায়া অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগে। যেন ওই জানলার ধারে রোয়াকের কোণে কবে বাবা তাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, সেই মুখখানা যেন আজও মনে পড়ে।

পুরনো বাড়িতে ঢোকা যায় না। ঘন জঙ্গলে উঠোন ঢেকে ফেলেচে। ছাদের কার্নিসে জিউলি গাছ মস্ত বড় হয়ে, আঠা ঝরাচ্ছে। বটগাছ গজিয়ে ফল প্রসবের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে।

তবুও সে পরের বাড়ি থাকলো না।

জন ধরে বনজঙ্গল কাটিয়ে এবং একটা ঘর পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে সেখানেই থাকলো।

সঙ্গে এনেছিল একটা ছোট বিছানা, বালিশ।

যাদের নাম মা করেছিল মৃত্যুর আগে–সে সব জায়গায় গিয়ে বাসন চাইলে সতু।

তারা বললে–হ্যাঁ বাবা, সেকি কথা! আমাদের কাছে বাসন? সে কবে নিয়ে গিয়েচে তোমার মা! সে কি আজকের কথা বাবা? না, না, থাকলে যে দেব না, তেমন অধর্ম কাজ কখনো হবে না আমার হাড়ে। না বাবা, সে সব তোমার মা নিয়ে গিয়েছিল।

কেউ কিছু দিলে না। অথচ তাদের অবস্থা ভাল, কোঠা বাড়ি–দু একজনের দোতলা বাড়ি। সবাই হাসিমুখে মিষ্টি কথায় ফাঁকি দিলে ওকে।

দুটো বাঁশ ঝাড় গ্রামের শ্যাম চক্কত্তি দিব্যি ভোগ-দখল করচেন খবর পেয়ে সেখানে যেতে বৃদ্ধ শ্যাম চক্কত্তি হেসে বললেন–এসো বাবা, এসো। ও বাঁশঝাড় আমারই। সীমা ছাড়া হয়ে পড়েছিল বলে তোমার বাবার সঙ্গে গোলমাল হয় ওই নিয়ে। গাঁয়ের পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ও আমার পৈতৃক আমলের বাঁশঝাড়।

মিটে গেল।

সতু ছেলেমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কিই বা বোঝে, কিই বা জানে, ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ফাঁকি দিল ওকে।

BANGLADARSHAN.COM

কেবল মুড়োরপাড়ার জীবন ডাক্তারদের বাড়ি ও সত্যিকারের স্নেহ পেলে খানিকটা। জীবন ডাক্তারের স্ত্রী ওকে বললেন–তুই তখন এতটুকু, এখানে আসতিস। তালশাঁস দিতাম হাতে, খেতিস বসে বসে। আহা তোর মা'র আর মরবার বয়স হয় নি, অল্প বয়সে মারা গেল! অল্পভুগী লোক–বোস, দুটো মুড়ি খা।

কে একজন একদিন ওকে বললে–বাবু, আপনাকে ডাকচে আপনাদের পুরানো চাকর হারাধন। সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে, আপনি এসেছেন শুনে ক'দিন কেবল আমাকে বলচে আপনাকে ডাকতে। তা আমার সময় হয় না–

সতু হারাধনের নাম শুনেছিল তার মায়ের মুখে। ছেলেবেলায় দেখলেও সে কথা তার মনে ছিল না।

লোকটা ওকে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল। উঠোনে একটা কামরাঙা গাছে পাকা পাকা কামরাঙা ঝুলচে। ঘরের দেওয়ালে একটা মাছ-ধরা ঘুনি উপুড় করা আছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে মেঝের ওপর বিছানায় একটা লোক শুয়ে ছিল। সতু ঘরে ঢুকতে লোকটা বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করল। মুখের দিকে চোখ চেয়ে চেয়ে বললে–কে, খোকন? আমার খোকন-সোনা? আয়, কাছে আয়, ভাল করে দেখি–কোলে পিঠে মানুষ করেচি রে তোরে।

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁচে উঠলো। সতু তো অবাক। চুপ করেই রইল সে।

লোকটা বললে–বাবা, তোমারে ডেকেচি কেন বলি। আমি মহাপাপ করেছিলাম। তোমার কাছে সেটা বলি। আমার সব গায়ে ঘা হয়েচে, তার ওপর জ্বর। খেতে পাইনে, কেউ একটু জল মুখে দেবার লোক নেই। তোমার জ্যাঠামশাই মরবার সময়ে তোমার বাবারে বলে, তাদের উঠোনে জবাতলায় পাঁচশো ট্যাকা পোঁতা আছে। আমার সে ট্যাকা তুলতে বলে তোমার বাবা। আমি মাটি খুঁড়ে দ্যাখলাম একটা পেতলের বোগানোর কানা দেখা যাচ্ছে। আমি তার ওপর অমনি মাটি চাপা দিয়ে ফেললাম। কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়। তোমার বাবও দ্যাখলে না। ভাবলে, আমি অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক, আমি কি আর ফাঁকি দেবো? রাতারাতি সেই ট্যাকার বোগনো আমি তুলে নিয়ে গিয়ে–তোমার কাছে বলতি লজ্জা করে–আমার একটি বটি ইয়ে ছিল–তার হাতে নিয়ে গিয়ে দেলাম। সে ট্যাকা আমার ভোগে হয় নি। সেই মেরে দেলে ট্যাকাটা। দিন পনেরো পরে ট্যাকা নিয়ে সে গঙ্গার ওপারে তার বোন-ভগ্নিপতির কাছে চলে গেল। তোমরাও এখান থেকে চলে গেলে। আমার সেই খারাপ অবস্থা, এখন আর খেতে পাইনে। যতদিন শরীরে শক্তি ছেল, জন খেটে পেটের ভাত চালিয়েচি। এখন বুড়ো হয়ে গিইচি, রোগগ্রস্ত, আর খেতে পাইনে। আমার এমন হবেই যে, বিশ্বেসঘাতুকি কাজ করিচি, পুরনো মনিবের ট্যাকা চুরি করিচি, আমার এমন হবে না তো কার হবে বাবা! আজ তোমার কাছে বলাম, যদি তাতে পাপের বোঝা কমে...আর, আমার হয়ে এল, খোকন, বড্ড জোর দুটো একটা মাস–তোরে যে দ্যাখলাম মরবার আগে–

সতু কিছুক্ষণ সেখানে বসে দু একটা সান্ত্বনার কথা ওকে বললে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু ছিল, ওর বিছানার পাশে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥